"Coordination Committee of NGOs relating to Disaster Management" এর সভার কার্যবিবরনী

সভাপতি : **মোঃ রিয়াজ আহম্মদ**
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।

তারিখ : ১৬-০৮-২০১৭ খ্রিঃ।

সময় : দুপুর ৩:০০ টা।

স্থান : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দ্রষ্টব্য।

মহাপরিচালক মহোদয় বন্যাজনিত কারণে দপ্তরের বাহিরে থাকায় পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মহাপরিচালক মহোদয় পরবর্তীতে সভায় যোগ দেন। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। পরিচিতি পর্বশেষে তিনি বন্যার বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন উজানের দেশসমূহে বন্যা হলে ভাটির দেশ হিসেবে তার প্রভাব আমাদের উপর পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এর প্রভাবেই দেশের উত্তর ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। বন্যা আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ,বগুড়া, জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলায় বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সাহায্য কার্যক্রম চালু রেখে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হচ্ছে। তাঁর অনুরোধে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ বন্যা কবলিত এলাকায় নিজ নিজ কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

২। UNDP এর প্রতিনিধি বলেন তারা একটি multi disceplinary team গঠন করেছেন যা বন্যা দুর্গতদের আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে একটি কম্প্রেহেনসিভ রিপোর্ট তৈরী করবে। সেই সাথে UNDP কর্তৃক বন্যা দুর্গতদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়েও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। World Food Programme-এর প্রতিনিধি বলেন Food security ক্লাস্টার হতে একটি Assessment এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারন করা হবে। যেমন, বন্যা দুর্গতদের মাঝে হাই এনার্জি বিস্কুট বিতরণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিস্কুট এর স্টক এর পরিমান জানতে চাইলে তারা জানান, এখনো স্টক যাচাই করা হয়নি। School feeding এর জন্য প্রস্তুতকৃত বিস্কুটসমূহ ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে সরবরাহ করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। তারা প্রতি পরিবারকে ৩ দিনের খাদ্য সহায়তা দিবে এবং এক্ষেত্রে আশ্রয় কেন্দ্রের পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। Save the Children-এর প্রতিনিধি বলেন আগামী কাল হতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলা ও কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার প্রতিটিতে ১১ (এগার) শত করে মোট ২২ (বাইশ) শত পরিবারকে পরিবার পিছু নগদ ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা ও একটি করে হাইজিন প্যাকেট দেয়া হবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কে বলেন, বৃষ্টিপাতের পরিমান আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে হ্রাস পাবে, তবে আগামী ২২/২৩ তারিখে কিছু বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে এবং তা এতো প্রকট হবে না। প্রশিকা এর প্রতিনিধি বলেন, বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বন্যা আক্রান্ত জেলা গুলোতে খাওয়ার পানির প্রাধান্য দিয়ে সংস্থাটি ওয়াটার ফিল্টার এর ব্যবস্থা করছে। সেই সাথে বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া টিউবওয়েলগুলোর মাথা উঁচু করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সভায় সভাপতি জানান, উত্তরবঙ্গের বন্যা কবলিত ১০টি জেলায় মোবাইল Water treatment plant দেয়া হয়েছে। বন্যা আক্রান্ত লোকজনদেরকে সুপেয় পানি সংগ্রহের বিষয়ে অবহিত করতে তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। United Purpose এর

প্রতিনিধি বলেন, তারা flood forecasting এর বিষয়ে IFRC এর সাথে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় কাজ করছেন। এছাড়া বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও দিনাজপুরে তাদের কার্যক্ষেত্রে উপকারভোগি পরিবারগুলোকে নগদ অর্থ বিতরনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। CCDB এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় তাদের রিজার্ভ ফান্ড থেকে ২৫০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ADAB-এর প্রতিনিধি বলেন, জেলা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বন্যা আক্রান্ত জেলা/উপজেলায় তারা সহায়তা প্রদান করবে। সভাপতি মহোদয় ADAB network এ যারা যুক্ত আছে তাদের এ বিষয়ে দ্রুত কাজ করতে অনুরোধ করেন। ঢাকা আহসানিয়া মিশন এর প্রতিনিধি বলেন, বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী জামালপুর ও নেত্রকোনায় তাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে শুকনা খাবার বিতরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কারিতাস এর প্রতিনিধি বলেন, দিনাজপুর জেলায় ৯টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেখানে দুর্গতদের মাঝে খিচুড়ী বিতরণ করা হচ্ছে এবং একটি কেন্দ্রে শুকনা খাবার দেয়া হচ্ছে। এ্যাকশন এইড এর পক্ষ হতে বলা হয় বন্যা দুর্গত ২০ হাজার পরিবারকে সাহায্যের আওতায় আনার জন্য যুক্তরাজ্যে তাদের মূল দপ্তরে ফান্ড এর জন্য আবেদন করা হয়েছে। আগামী ২ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানা যাবে। এর বাইরে খাদ্য ও WASH বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় রিজার্ভ ফান্ড হতে ইতোমধ্যে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। World Vision এর প্রতিনিধি বলেন, উত্তরবঙ্গে তাদের Working area-তে তারা কাজ করছেন, ইতোমধ্যে দিনাজপুর ,ঠাকুরগাঁও, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ , নেত্রকোনা ও নীলফামারী জেলার মোট ১১টি উপজেলায় ১,২০,০০,০০০/- (এক কোটি বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অক্সফাম এর প্রতিনিধি জানান, বন্যা দুর্গতের সহায়তায় দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলায় দশ লক্ষ টাকা ও কুড়িগ্রামে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গাইবান্ধায় তাদের যে Water treatment Plant আছে তা কার্যকর করা হচ্ছে। কেয়ার-বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি বলেন, আশ্রয়কেন্দ্র ও খাদ্য সাহায্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে সদর দপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলাসমূহকে বন্যা সহায়তার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তাদের Need assessment working group এর মিটিং হবে আগামী ২০ তারিখ; তার ভিত্তিতে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া হবে। SPARSO এর প্রতিনিধি বলেন, Rain fall ও স্যাটালাইট ডাটা ব্যবহার করে তারা তথ্য update করছে। সে ভিত্তিতে বন্যার পূর্বাভাস সংক্রান্ত Data base তৈরী করা হচ্ছে ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। CRS এর প্রতিনধি বলেন, বন্যার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বন্যা দুর্গাতদের সহায়তায় তারা কারিতাস এর সাথে একসাথে কাজ করছে। হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিনিধি বলেন, বন্যা সহনীয় গৃহ নির্মাণে কোন সংস্থা তাদের সাহায্য চাইলে প্রযুক্তিগত তথ্যাদি দিয়ে তারা তাদের সহযোগিতা করবে। ইতোপূর্বে মানিকগঞ্জের শিবালয় ও গাইবান্ধার ফুলছড়িতে তারা এ বিষয়ে সহায়তা করেছেন। এছাড়া রেসকিউ বোট দিয়ে দূর্গম এলাকা হতে বন্যা দূর্গতদের উদ্ধার করে আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান, বন্যা আক্রান্ত জেলাগুলোর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে বন্ধ রাখা হয়েছে। সভাপতি বলেন বন্যা দীর্ঘমেয়াদী হলে সে অনুযায়ী তাঁদের ব্যবস্থা নিতে হবে; প্রয়োজনে পরবর্তীতে makeup class নিয়ে সিলেবাস সম্পন্ন করতে হবে।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সংস্থাগুলোকে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বন্যা আক্রান্ত জেলাসমূহে এনজিও ও আইএনজিও গুলো যেন জরুরী সহায়তার ক্ষেত্রে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদির বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়। তিনি বলেন, বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে সরকার প্রায় ১২০০ আশ্রয়কেন্দ্র চালাচ্ছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তাঁবু দিয়ে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের এবং নিজস্ব উদ্ধারকারী নৌযান দিয়ে দূর্গম এলাকা হতে উদ্ধার করে দূর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়নে সহায়তার জন্য তিনি উপস্থিত সংস্থাগুলোকে অনুরোধ জানান।

৩। **সিদ্ধান্তঃ**

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে কর্মরত NGO ও INGO সংস্থাসমূহ-কে দ্রুত বন্যা দুর্গত এলাকায় তাদের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে অনুরোধ করা হয়।;

খ) সভার কার্যবিবরণী আগামী কালের মধ্যে সভায় আগত সকলকে ই-মেইলে পৌছানো হবে;

গ) প্রতিদিনের বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

ঘ) ডিডিএম ওয়েবসাইটের দৈনিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন link এবং বন্যা ২০১৭ নামে নতুন link নিয়মিত বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন আপলোড করা হবে;

ঙ) উপজেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে UNDP জনবল দিয়ে সহায়তা করবে।

৪। সভার সমাপ্তি লগ্নে সভাপতি মহোদয় বলেন, দুর্যোগের বর্তমান অবস্থার ভয়াবহতা বিবেচনায় তাৎক্ষনিক বন্যা মোকাবেলার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তাই সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৭/৮/১৭

মোঃ রিয়াজ আহম্মদ
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯৮৪১৫৮১
ই-মেইলঃ dg@ ddm.gov.bd

৫১.০২.০০০০.৩০৫.০৬.০০৩.১১ (খন্ড-৪). ৯৭৭ তারিখঃ ১৭-০৮-২০১৭ খ্রিঃ।

বিবরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
২। যুগ্ম-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৪। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইস্কাটন, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৫। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৬। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৭। পরিচালক, সিপিপি, ৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা।
৮। পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর, আবহাওয়া ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, স্পারসো, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
১০। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, ইউএনডিপি, আইডিবি ভবন, আগারগাও, ঢাকা।
১১। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, ইউএনএইচসিআর, আইডিবি ভবন, আগারগাও, ঢাকা।
১২। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, অক্সফার্ম, বাড়ি-৪, সড়ক-৩, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা।
১৩। প্রতিনিধি, ডিজাস্টার ফোরাম, ৬/৮, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৪। পরিচালক, বিডিপিসি, বাড়ি-১৫/এ, রোড-৮,গুলশান-১, ঢাকা।
১৫। নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস, ২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, সিসিডিবি, ৮৮ সেনপাড়া, পর্বত, মিরপুর-১০, ঢাকা।
১৭। প্রতিনিধি, পিআরআইপি-ডিপিএসআই, ঢাকা।
১৮। প্রতিনিধি, এ্যাডাব, ঢাকা।
১৯। নির্বাহী পরিচালক, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, ২৪/৮ প্রমিন্যান্ট হাউজিং, পিসি কালচার রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২০। নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা, আই/১গ, মিরপুর-২, ঢাকা।
২১। প্রতিনিধি, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, প্লট-৩৪০, রোড-০৫, ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা।
২২। নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ল্ড ভিশন, আউয়াল সেন্টার (৫ম তলা) ৩৪, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।
২৩। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, কনসার্ন বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা।
২৪। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, কেয়ার বাংলাদেশ, প্রগতি সেন্টার (৯ম তলা), ২০-২১ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৫। প্রতিনিধি, ব্র্যাক, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা।
২৬। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, বাড়ি-CES(E) ১৯, রোড-১২৮, গুলশান-১, ঢাকা।
২৭। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, সেভ দ্যা চিলড্রেন, বাংলাদেশ বাড়ি নং-CWN(A) ৩৫, রোড নং-৪৩, গুলশান-২, ঢাকা।
২৮। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, ইসলামিক রিলিফ, রোড নং-১২, বারিধারা, ঢাকা।
২৯। নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট, রোড নং-৮/বি, বাড়ী-৭২, ঢাকা।

৩০। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারনেশন্যাল, ১৩৮ গুলশান এভিনিউ (৫ম তলা) ফ্লাট-৪০২, গুলশান-২, ঢাকা।
৩১। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, প্ল্যান বাংলাদেশ, বাড়ী নং-১৪, রোড নং-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা।
৩২। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, হীড বাংলাদেশ, মেইন রোড, প্লট-১৯, ব্লক-এ, সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা।
৩৩। নির্বাহী পরিচালক, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, ১৩৮/১০বি, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৩৪। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, হ্যাবিটেড বাংলাদেশ ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ, রোড-২৩/বি, বাড়ি-২ (তৃতীয় তলা), গুলশান, ঢাকা। (দৃঃ আঃ জনাব তুষার চক্রবর্তী)
৩৫। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, মুসলিম এইড বাংলাদেশ, বাড়ি-১৩ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা), রোড-২৭, ব্লক-জে, বনানী, ঢাকা-১২১৩।(দৃঃ আঃ জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম তরফদার, কোঅর্ডিনেটর- ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট)।
৩৬। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, এ্যাকশন অন ডিজাবলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট, বনানী, ঢাকা।
৩৭। নির্বাহী পরিচালক, সিআইপিআরবি, বাড়ি-২২৬ (২য় তলা), রোড নং-১৫, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
৩৮। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, ক্রিশ্চিয়ান এইড, ৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৩৯। নির্বাহী পরিচালক, আরডিআরএস, বাড়ি-৪৩, রোড-১০, সেকশন-৬, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
৪০। চেয়ারপার্সন, নিরাপদ, ১৯/১৩, ব্লক-বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৪১। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বাড়ী-১৫, SW(D) রোড-৭, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
৪২। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, HOPE'87, ১৫ ডি, নিউ ইস্কাটন, গাউস নগর, ঢাকা-১০০০।
৪৩। নির্বাহী পরিচালক, কৈননীয়া, ৩২ মল্লিক হাউজিং, মিল্ক ভিটা রোড, মিরপুর-৭, ঢাকা-১২১৬।
৪৪। কান্ট্রি ম্যানেজার, ডানচার্চএইড(DCA), বাড়ি-৮৩, রোড-২৩, এ্যাপার্টমেন্ট-A3, গুলশান-১, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, DCA)

(নুরুন্নাহার চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)
ফোন : ৯৮৫৯৬৩১